ভারত-জাপান সামাজিক নিরাপত্তা চুক্তি

১. টোকিওতে ভারত এবং জাপানের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০১২ সালের ১৬ নভেম্বর। ভারতের পররাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রক (বিনিয়োগ, প্রযুক্তি প্রচার ও শক্তি-সম্পদের নিরাপত্তা বিভাগ), যার হাতে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (ইপিএফও)-এর সঙ্গে যোগাযোগ সাধন এবং এসএসএ-গুলি সমাপ্ত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, তারা এই চুক্তি কার্যকর করার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছে।

২. দুই দেশের মধ্যে এই চুক্তি কার্যকর করার জন্য এসএসএ এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যারেঞ্জমেন্টের আওতাধীন যে ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তার নথিগত আদানপ্রদান করা হয়েছিল ২০১৬ সালের ৯ জুন। আজকের আগে দুই পক্ষ চুক্তির ২৮ নং প্রবন্ধ যা চুক্তি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক এবং আইনি প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করে, তা অনুসারে ‘নোট ভার্বাল’ আদান-প্রদান করেছিল। ২৮ নং প্রবন্ধে এ-ও উল্লেখ আছে যে এই সংক্রান্ত অন্তিম নির্দেশিকা হাতে পাওয়ার দিন থেকে শুরু হওয়া চতুর্থ-তম মাসটির প্রথম দিনে এই চুক্তি কার্যকর করতে হবে। সুতরাং, ভারত এবং জাপানের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত চুক্তি ২০১৬ সালের ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে।

৩. দ্বিপাক্ষিক এসএসএ-সমূহ সম্পন্ন করা হয় অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে, যেখানে বিদেশে কর্মরত দক্ষ ভারতীয় কর্মচারীদের স্বার্থরক্ষা করা হয়, নিম্নলিখিত সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে—

ক) সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় জোড়া অবদান রাখা এড়ানো : একবার ভারত এবং অন্য কোনও বিদেশি দেশের মধ্যে এসএসএ সাক্ষরিত হয়ে গেলে, এটি কোনও ভারতীয় কর্মচারীকে (বিদেশে স্বল্প মেয়াদে কর্মরত) ওই বিদেশি দেশের সামাজিক নিরাপত্তারক্ষায় অবদান রাখতে অব্যাহতি দেয়। তবে এই অব্যাহতি তখনই মেলে যদি সেই ভারতীয় কর্মচারী ভারতের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় পড়েন এবং বাইরে কাজ করার তাঁর চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত নিজের অবদান রাখেন।

খ) রফতানিগত সুযোগ-সুবিধার সহজ প্রেরণ : ভারত এবং অন্য কোনও বিদেশি দেশের মধ্যে একটি এসএসএ কোনও ভারতীয় কর্মচারীকে সেই

বিদেশে, দেশে তাঁর সঞ্চিত সামাজিক নিরাপত্তাজনিত অবদান প্রেরণ করতে সাহায্য করে, যদি কখনও তাঁকে ভারত বা অন্য কোনও তৃতীয় দেশে হঠাৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

গ) সুযোগ-সুবিধা (মোট) পাওয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া আটকাতে অবদানের মেয়াদ (দুই দেশের) সমষ্টিগত করা : ভারতীয় কর্মচারীটির ভারতে এবং বিদেশি দেশে থাকাকালীন সময়ে সামাজিক নিরাপত্তায় রাখা অবদানের সমষ্টিগত হিসাব করতে অনুমতি দেয় এসএসএ, যাতে অবসরের পর যে সুযোগসুবিধা মেলে, তা পেতে সে-ও অনুমোদন পায়।

৪. আজকের তারিখ পর্যন্ত ভারত ১৫টি দেশের সঙ্গে একই ধরনের সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা চুক্তি (এসএসএ) সাক্ষর করেছে এবং সেগুলি কার্যকর করেছে। সেই দেশগুলি হল বেলজিয়াম, কানাডা, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, হাঙ্গেরি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া। আমরা পর্তুগালের সঙ্গেও একটি সার্বিক এসএসএ সাক্ষর করেছি, যা বর্তমানে কার্যকর হওয়ার পথে। এছাড়াও জার্মানির সঙ্গেও আমাদের একটি পার্শ্বিক এসএসএ আছে, যা ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়ে গিয়েছে।

৫. ভারত এবং জাপানের মধ্যে সার্বিক এসএসএটি যখন ২০১৬ সালের ১ অক্টোবর কার্যকর হবে, তখন এর ফলে ভারতীয় এবং জাপানি সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে তা লাভজনক হবে এবং বিদেশি দেশগুলির সঙ্গে এই দুই দেশের বাণিজ্য করার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের উপরও প্রভাব পড়বে কারণ বিদেশে বাণিজ্য করার খরচ কমে যাবে। হাজার হাজার ভারতীয় এবং জাপানি কর্মচারী যারা যথাক্রমে ভারত ও জাপানে কাজ করছেন, তাঁরা এই চুক্তির ফলে উপকৃত হবেন। এই এসএসএ আরও বেশি জাপানি সংস্থাকে এটা ভাবতে বাধ্য করবে যে উৎপাদনক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য ভারতই তাঁদের আদর্শ গন্তব্য।

নয়াদিল্লি

২০ জুলাই, ২০১৬